আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: টাঙ্গাইল

জাতীয়নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায়সুশীলসমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. **অধ্যাপক সেকান্দার হায়াত,** সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি এম এম আলী কলেজ, টাঙ্গাইল (সভাপতি: আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ, টাঙ্গাইল)
২. **মাহফুজ আনাম,** সম্পাদক, *দ্য ডেইলি স্টার*
৩. **জামিলুর রহমান মিরন,** চেয়ারম্যান, টাঙ্গাইল পৌরসভা ও যুগ্ম আহ্বায়ক, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ
৪. **অ্যাডভোকেট আরফান আলী মোল্লা,** সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি, টাঙ্গাইল
৫. **জাকির হোসেন,** নির্বাহী পরিচালক, ব্যুরো টাঙ্গাইল
৬. **বেগম রাবেয়া আনোয়ার,** চেয়ারম্যান, জাতীয় মহিলা সংস্থা, টাঙ্গাইল
৭. **ডা. এইচ আর খান,** সমাজসেবক
৮. **অধ্যক্ষ শামসুন্নাহার শান্তি,** সভাপতি, মহিলা পরিষদ, টাঙ্গাইল
৯. **অধ্যাপক ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম,** চিফ কনসালটেন্ট, সার্জারি বিভাগ, বারডেম
১০. **অজয় এ মৃ,** সভাপতি, মধুপুরগড় আদিবাসী অধিকার সংগ্রাম পরিষদ
১১. **আবুল হাসান চৌধুরী,** সাবেক প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১২. **রোজিনা আক্তার,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৩. **শামছুদা আক্তার লিনা,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৪. **স্নিগ্ধা সরকার,** শিক্ষার্থী
১৫. **ইসরাত নাদিয়া,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৬. **শিউলী,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৭. **উশিন ফাতিমা,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৮. **রওনক আফরোজ,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৯. **বশীর উদ্দীন খান,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
২০. **রাজেশ কুমার চন্দ,** শিক্ষার্থী
২১. **মির্জা মুহাম্মদ নূর নবী,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
২২. **নঈম উদ্দিন,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
২৩. **রোকন,** শিক্ষার্থী, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি
২৪. **আল শাহরিয়ার,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
২৫. **পার্থসারথী গুহ,** শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২৬. **মাহবুবুর রহমান,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
২৭. **এম এ রৌফ,** সাবেক ভিপি, সরকারি এম এম আলী কলেজ, টাঙ্গাইল
২৮. **আবুল হোসেন মল্লিক,** রাজনৈতিক সংগঠক, এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল
২৯. **মোজাম্মেল হক হিরো,** সদস্যসচিব, আব্দুল বাছেদ মিয়া স্মৃতি ফাউন্ডেশন
৩০. **নাজমুল খান শূর,** শিক্ষার্থী
৩১. **প্রতিভা মুৎসুদ্দী,** সাবেক অধ্যক্ষ, ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
৩২. **এম হাফিজউদ্দিন খান,** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও সাবেক কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল এবং সদস্য, *নাগরিক কমিটি ২০০৬*
৩৩. **ডা. ক্যাপ্টেন আব্দুল বাছেত,** সভাপতি, বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি

৩৪.**এল এ খান জাহাঙ্গীর,** আহ্বায়ক, জাতীয় পার্টি (জেপি), টাঙ্গাইল
৩৫.**বাদল মাহমুদ,** সদস্যসচিব, সুজন, টাঙ্গাইল
৩৬.**মিনু আনোহলি,** সাধারণ সম্পাদক, মহিলা আওয়ামী লীগ, টাঙ্গাইল
৩৭.**হাসান হাফিজুর রহমান,** প্রভাষক, শামসুল হক মহাবিদ্যালয়, এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল
৩৮.**অধ্যাপক ইউসুফ আলী,** সাধারণ সম্পাদক, নাগরপুর সমিতি, টাঙ্গাইল
৩৯.**মফিজুর রহমান নূরু,** সাধারণ সম্পাদক, জেলা কলেজ শিক্ষক সমিতি, টাঙ্গাইল
৪০.**অক্ষয়কুমার ভৌমিক,** সাধারণ সম্পাদক, উদয় স্মৃতি মানবকল্যাণ তহবিল, এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল
৪১.**রাশেদা হাবীব রুবি,** সভাপতি, জাতীয়তাবাদী মহিলা দল, বাসাইল ও সাবেক ইউপি সদস্য, বাসাইল
৪২.**আতাউর রহমান খান,** সাবেক ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক
৪৩.**আতাউর রহমান জিন্নাহ,** যুগ্ম আহ্বায়ক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল, টাঙ্গাইল জেলা শাখা
৪৪.**খন্দকার নাজিম উদ্দিন,** সিনিয়র সহসভাপতি, জাতীয় পার্টি, টাঙ্গাইল
৪৫.**গোপীনাথ মজুমদার,** অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, এলেঙ্গা উচ্চবিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
৪৬.**হোসনে আরা আহমেদ বেবী,** সমন্বয়কারী, সোশ্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট থ্রু ইউনিটি–সেতু
৪৭.**আলমগীর খান,** সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
৪৮.**ডা. এস হাসান,** অধ্যক্ষ, টাঙ্গাইল হোমিও মেডিকেল কলেজ
৪৯.**বংশী বিনোদ গোস্বামী,** আইনজীবী
৫০.**ইকবাল মাহ্মুদ,** প্রভাষক, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
৫১.**ফজলুল করীম,** প্রভাষক, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
৫২.**হেনা সুলতানা,** ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
৫৩.**জাকির খান,** সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল থিয়েটার
৫৪.**বীর প্রতীক ফজলুল হক**
৫৫.**মীর মেহেদী,** সদস্যসচিব, নাগরিক ফোরাম ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, টাঙ্গাইল
৫৬.**ওবাইদুর রহমান সালাম,** নির্বাহী সদস্য, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, টাঙ্গাইল
৫৭.**আজিজুল বারী খান মোহন,** সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল
৫৮.**মাজহারুল ইসলাম,** সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান
৫৯.**অধ্যাপক মির্জা মোহাম্মদ আবদুল মোমেন,** সভাপতি, টাঙ্গাইল প্রেসক্লাব
৬০.**অ্যাডভোকেট শওকত আলী তালুকদার,** সাবেক চেয়ারম্যান, টাঙ্গাইল পৌরসভা
৬১.**মনিরুজ্জামান বুলবুল,** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, টাঙ্গাইল জেলা
৬২.**ড. মাহবুব সাদিক,** সাবেক অধ্যক্ষ, সরকারি সাদত কলেজ, টাঙ্গাইল
৬৩.**মুহম্মদ জাফর ইকবাল,** চেয়ারম্যান, ইলেকট্রনিকস ও কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং *সদস্য, নাগরিক কমিটি ২০০৬*
৬৪.**শামসুর রহমান খান শাহজাহান,** সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, টাঙ্গাইল জেলা
৬৫.**ছাইদুল হক,** সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, টাঙ্গাইল শহর শাখা
৬৬.**অধ্যাপক নাজির হোসেন,** সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, টাঙ্গাইল
৬৭.**মতিয়ার রহমান,** সভাপতি, জাসদ (রব), টাঙ্গাইল
৬৮.**অ্যাডভোকেট তারাপদ দে,** সভাপতি, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ, টাঙ্গাইল জেলা
৬৯.**অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম চাকলাদার,** সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় পার্টি, টাঙ্গাইল
৭০.**মাজেদা বেগম,** ইউপি সদস্য, গালা ইউনিয়ন

৭১.**গোলাম কিবরিয়া,** ভাইস প্রিন্সিপাল, ভারতেশ্বরী হোমস, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
৭২.**আজাহার আলী মিয়া,** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, টাঙ্গাইল জেলা
৭৩.**দেবাশীষ দেব,** সহকারী অধ্যাপক, বাসাইল কলেজ, টাঙ্গাইল
৭৪.**সামছুল কবীর টিপু,** অধ্যাপক, মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আদর্শ কলেজ, টাঙ্গাইল
৭৫.**উমর ফারুক,** প্রভাষক, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
৭৬.**মতিউর রহমান,** শিক্ষক, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
৭৭.**আরীফ খান স্বাধীন,** প্রভাষক, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, টাঙ্গাইল
৭৮.**ফেরদৌস আরা,** প্রভাষক, সৈয়দ মহব্বত আলী ডিগ্রি কলেজ, দেলদুয়ার, টাঙ্গাইল
৭৯.**সোহেল সৌকর্য,** প্রভাষক, ইবরাহীম খাঁ কলেজ, ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল
৮০.**ফাতেমা রহমান,** পরিচালক, সিটি পাবলিক স্কুল, টাঙ্গাইল
৮১.**অ্যাডভোকেট আতাউর রহমান,** সাধারণ সম্পাদক, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা, টাঙ্গাইল
৮২.**মীর জামাল আহমেদ,** ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, বেলা, টাঙ্গাইল
৮৩.**তুহিন আফসারী,** সমন্বয়ক, সুজন, টাঙ্গাইল
৮৪.**সোমনাথ লাহিড়ী,** সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, বেলা, টাঙ্গাইল
৮৫.**হাফজা রহমান,** সাধারণ সম্পাদিকা, টাঙ্গাইল জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থা
৮৬.**মাহমুদ কামাল,** সম্পাদক, টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগার
৮৭.**রহমত আলী তালুকদার,** কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, কালিহাতী থানা ইউনিট, টাঙ্গাইল
৮৮.**আবুল কালাম মোস্তফা লাবু,** সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল জেলা ব্যবসায়ী ঐক্যজোট
৮৯.**অ্যাডভোকেট আজমল হায়দার,** সাবেক পিপি ও সাবেক সভাপতি, জেলা আইনজীবী সমিতি, টাঙ্গাইল
৯০.**উৎপল সাহা,** সহসভাপতি, সিপিবি, টাঙ্গাইল
৯১.**ওয়াহেদুজ্জামান মতি,** সাধারণ সম্পাদক, সিপিবি, টাঙ্গাইল
৯২.**আনিসুর রহমান,** যুগ্ম সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ, টাঙ্গাইল
৯৩.**এ কে এম শামিমুল আক্তার,** আইনবিষয়ক সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ, টাঙ্গাইল
৯৪.**ফারুক আহমেদ,** সদস্য, জেলা আওয়ামী লীগ, টাঙ্গাইল
৯৫.**অ্যাডভোকেট এস আকবর খান,** শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক জেলা আওয়ামী লীগ, টাঙ্গাইল
৯৬.**অ্যাডভোকেট মিয়া মোহাম্মদ হাসান আলী,** যুগ্ম আহ্বায়ক, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ, টাঙ্গাইল
৯৭.**অ্যাডভোকেট মনোজকুমার চৌধুরী,** যুগ্ম সম্পাদক, জেলা জাতীয় পার্টি, টাঙ্গাইল
৯৮.**ফারুক হোসেন মানিক,** সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, টাঙ্গাইল
৯৯.**রমেন্দ্রনাথ বিষ্ণু,** সভাপতি, পূজা উদযাপন পরিষদ, কালিহাতী, টাঙ্গাইল
১০০.**গোলাম মোহাম্মদ খান,** সভাপতি, সমবায় সুপার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি, টাঙ্গাইল
১০১.**সাধন চক্রবর্তী,** আহ্বায়ক, অর্পিত ও শত্রু সম্পত্তি আইন অপপ্রয়োগ প্রতিরোধ কমিটি, টাঙ্গাইল
১০২.**হারুন অর রশীদ,** সম্পাদক, শিল্পকলা একাডেমী, টাঙ্গাইল
১০৩.**মিলন সরকার,** সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, টাঙ্গাইল
১০৪.**এলেন মল্লিক,** মুক্তিযোদ্ধা ও গণসংগীত শিল্পী
১০৫.**মঞ্জুরানী প্রামাণিক,** উন্নয়ন কর্মী, স্বরণি মানব উন্নয়ন সংস্থা, টাঙ্গাইল
১০৬.**শহীদুল ইসলাম শাহীন,** সদস্যসচিব, এফএনবি, টাঙ্গাইল
১০৭.**সালমা সালাম উর্মি,** সংগীতশিল্পী, শতদল সাংস্কৃতিক সংস্থা, টাঙ্গাইল
১০৮.**খন্দকার আনোয়ার হোসেন,** সভাপতি, টাঙ্গাইল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

১০৯.**নায়েব আলী,** সভাপতি, আওয়ামী লীগ, এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল
১১০.**কাশীনাথ মজুমদার,** সাংস্কৃতিক কর্মী, উদীচী, এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল
১১১.**আবু তালেব,** সদস্য, কালিহাতী থানা বিএনপি, টাঙ্গাইল
১১২.**এ কে এম নাছিমুল আক্তার,** আইন সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ, টাঙ্গাইল
১১৩.**অ্যাডভোকেট আব্দুর রাজ্জাক,** সহসভাপতি, জেলা আওয়ামী লীগ, টাঙ্গাইল
১১৪.**অ্যাডভোকেট খোরশেদ আলম,** সাধারণ সম্পাদক, টাঙ্গাইল উপজেলা আওয়ামী লীগ
১১৫.**তোফাজ্জল হোসেন খান,** সভাপতি, ছাত্রলীগ, সদর উপজেলা, টাঙ্গাইল
১১৬.**তমাল বিহারী দাশ,** সহসভাপতি, ছাত্রলীগ, টাঙ্গাইল
১১৭.**অ্যাডভোকেট এম এ রশিদ,** সাবেক সভাপতি, ছাত্রলীগ, টাঙ্গাইল
১১৮.**আব্দুল লতিফ মিঞা,** ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক লীগ, টাঙ্গাইল
১১৯.**কাজী অলিদ ইসলাম,** সাধারণ সম্পাদক, জেলা যুবলীগ, টাঙ্গাইল
১২০.**শফীউল আলম,** সাধারণ সম্পাদক, জেলা জাসদ, টাঙ্গাইল
১২১.**অ্যাডভোকেট আবুল কাশেম,** সাংগঠনিক সম্পাদক, জেলা জাতীয় পার্টি
১২২.**সালাউদ্দিন হায়দার,** দপ্তর সম্পাদক, জাতীয় পার্টি, টাঙ্গাইল
১২৩.**খন্দকার নাজিম উদ্দিন,** সহসভাপতি, সাধারণ গ্রন্থাগার, টাঙ্গাইল
১২৪.**মনির উদ্দিন,** নির্বাহী পরিচালক, সিরাড, টাঙ্গাইল
১২৫.**বিদ্যুৎচন্দ্র সাহা,** শিক্ষাকর্মী, সমন্বিত শিক্ষা-সংস্কৃতি কার্যক্রম, ফুলকি, টাঙ্গাইল
১২৬.**আমান উল্লাহ,** মুক্তিযোদ্ধা
১২৭.**হাসেন আলী,** চিকিৎসক, এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল
১২৮.**বাবর আলী তালুকদার,** প্রতিনিধি, লুৎফর রহমান মতিন মহিলা কলেজ, এলেঙ্গা, টাঙ্গাইল
১২৯.**ওয়াহেদুজ্জামান শিশির,** সাংস্কৃতিক সম্পাদক, আইডিইবি, টাঙ্গাইল
১৩০.**রিটন চৌধুরী,** দুর্যোগ ব্যবস্থাপক, ব্যুরো টাঙ্গাইল
১৩১.**কিরণ শেখর কুণ্ডু,** জানিপপ
১৩২.**অশোককুমার ভক্ত,** জানিপপ
১৩৩.**আলমগীর হোসেন,** সাংস্কৃতিক কর্মী, টাঙ্গাইল
১৩৪.**মনোয়ারা বেগম,** সহসভাপতি, মহিলা পরিষদ, টাঙ্গাইল
১৩৫.**মাহমুদা শেলী,** নির্বাহী পরিচালক, মানব প্রগতি সংঘ, টাঙ্গাইল
১৩৬.**বাবর হোসেন খান,** সভাপতি, ময়মনসিংহ বহুমুখী ব্যবসায়ী সমিতি
১৩৭.**রেজিয়া আখতার,** সদস্য, মহিলা পরিষদ, টাঙ্গাইল
১৩৮.**সালমা ইসলাম,** সদস্য, মহিলা পরিষদ, টাঙ্গাইল
১৩৯.**মাসুম ফেরদৌস,** নির্বাহী সম্পাদক, সাপ্তাহিক *প্রযুক্তি*, টাঙ্গাইল
১৪০.**সোলায়মান-আল্-মনসুর,** সভাপতি, ব্যাংক কর্মচারী ফেডারেশন, টাঙ্গাইল
১৪১.**রহমত উল্লাহ,** সভাপতি, সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, টাঙ্গাইল
১৪২.**শাফায়াতুল ইসলাম,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৪৩.**এস এম হাফিজুর রহমান,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৪৪.**সামসুদ্দোহা খান জুয়েল,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৪৫.**তনুশ্রী দে,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৪৬.**ফেরদৌস আল আমিন,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৪৭.**লিয়াকত আলী,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল

১৪৮.**আব্দুল্লাহ আল মামুন,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৪৯.**নাজনীন শবনম,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৫০.**রঞ্জিত মণ্ডল,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৫১.**উৎপল ভৌমিক,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৫২.**মনিরুল ইসলাম,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৫৩.**পলাশ,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
১৫৪.**মাহমুদুল হাসান,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৫৫.**নূরুল ইসলাম,** ভিপি, সরকারি এম এম আলী কলেজ
১৫৬.**আফরোজা সুলতানা,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৫৭.**সুব্রত ব্যানার্জী,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৫৮.**আমিনুল ইসলাম,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৫৯.**আব্বাস আলী,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৬০.**শফিকুল ইসলাম,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৬১.**ফয়সাল হক,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৬২.**আরজিনা,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৬৩.**ফিরোজ আহমেদ,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৬৪.**আরিফুর রহমান,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৬৫.**নুরুন্নবী জীবন,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৬৬.**আফজাল হোসেন,** শিক্ষার্থী, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
১৬৭.**সঞ্জয়কুমার বিশ্বাস,** শিক্ষার্থী, সরকারি সাদত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৬৮.**তুহিন,** শিক্ষার্থী, সরকারি সাদত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৬৯.**সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস,** শিক্ষার্থী, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৭০.**জোবায়ের আহমেদ,** শিক্ষার্থী, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৭১.**ইকরামুদৌলা,** শিক্ষার্থী, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৭২.**তপু আহম্মেদ,** সম্পাদক, বাংলাদেশ শিশু সাংবাদিক পরিষদ
১৭৩.**আশরাফুল আলম মারুক,** শিক্ষার্থী, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৭৪.**মাহমুদুল হক,** শিক্ষার্থী, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৭৫.**ফজল মাহমুদ,** শিক্ষার্থী, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৭৬.**আরিফ মুরাদ,** শিক্ষার্থী, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৭৭.**আমিরজাদী আমিনা খাতুন,** শিক্ষার্থী, সরকারি সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল
১৭৮.**ঊর্মি খান,** শিক্ষার্থী, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, টাঙ্গাইল
১৭৯.**নবী নুরুজ্জামান খান রকি,** গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, টাঙ্গাইল
১৮০.**সুরমান সিদ্দিকী,** শিক্ষার্থী, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, টাঙ্গাইল
১৮১.**খন্দকার তানিয়া আফসানা,** শিক্ষার্থী, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, টাঙ্গাইল
১৮২.**সাগর,** শিক্ষার্থী, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, টাঙ্গাইল
১৮৩.**কবীর,** শিক্ষার্থী, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, টাঙ্গাইল
১৮৪.**আহসান হাবীব,** শিক্ষার্থী, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, টাঙ্গাইল
১৮৫.**মোস্তাফিজুর রহমান,** শিক্ষার্থী, গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, টাঙ্গাইল
১৮৬.**কামাল হোসেন,** শিক্ষার্থী

১৮৭.**জাহাঙ্গীর আলম মুরাদ,** শিক্ষার্থী
১৮৮.**সাইফুল ইসলাম খান,** উদ্যোক্তা
১৮৯.**আবিদ আনোয়ার,** উদ্যোক্তা
১৯০.**মুফতি আবদুর রহমান,** প্রধান মুফতি, কেন্দ্রীয় দারুল ইফ্‌তা, টাঙ্গাইল
১৯১.**নিরঞ্জন নাথ তালুকদার,** আইনজীবী
১৯২.**মনিরুজ্জামান তালুকদার,** আইনজীবী
১৯৩.**আব্দুস সবুর খান,** আইনজীবী
১৯৪.**মাসুদ রেজা ফেরদৌস,** আইনজীবী
১৯৫.**আনন্দমোহন আর্য্য,** আইনজীবী
১৯৬.**গৌতম চক্রবর্তী,** পেশাজীবী
১৯৭.**জ্যোতিষচন্দ্র সাহা,** পেশাজীবী
১৯৮.**নির্মল কুমার রায়**
১৯৯.**অজয় ভৌমিক**
২০০.**লুৎফর রহমান,** ব্যাংক কর্মকর্তা
২০১.**সুব্রতনাথ তালুকদার,** সংস্কৃতি কর্মী
২০২.**গৌতমচন্দ্র চন্দ,** সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা, বেলা, টাঙ্গাইল
২০৩.**আব্দুর রশীদ,** আইনজীবী
২০৪.**শামসুজ্জামান খান,** শিক্ষক

সমন্বয়কারী

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূ চ না প র্ব

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

চার মাস আগে যখন আমরা প্রক্রিয়াটি শুরু করি, তখন এ নিয়ে অনেকের মনে অনেক সন্দেহ ছিল। কেউ বলেছিলেন, এটা কোনো তৃতীয় শক্তির ষড়যন্ত্র কি না। কেউ আবার ভাবছিলেন, এটা ক্ষমতা দখলের পেছনের দরজার কোনো পথ কি না। কারও আবার সন্দেহ ছিল, এর পেছনে কোনো বিদেশি কূটচক্র রয়েছে কি না। কেউ আবার ভাবছিলেন, কোনো রাজনৈতিক দলের প্রক্সি দেওয়ার জন্য আমরা মাঠে নেমেছি কি না। এ রকম অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু আজ আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা বলতে চাই, কোনো রাজনৈতিক অভিলাষ আমাদের নেই। এর পেছনে বিদেশিদের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু দেশের ভালোর চিন্তায় তাড়িত হয়ে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক চর্চার ধারাবাহিকতা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং নাগরিকদের চিন্তা দিয়ে রাজনীতিকে পরিপুষ্ট করার জন্য আমরা মাঠে নেমেছি। সেদিনের সে বিভ্রান্তি আজ কেটে গেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নাগরিক সংলাপ আয়োজনের মধ্য দিয়ে এবং তার ধারাবাহিকতায় আজ এখানে আপনাদের বিপুল উপস্থিতি প্রমাণ করে, এটা একটা সৎ উদ্যোগ।

এ নাগরিক সংলাপের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, আজ থেকে ১৫ বছর পর বাংলাদেশের চেহারাটা কী রকম হওয়া উচিত তা জনগণের মানসকল্পে নিয়ে আসা। তাই ২০২১ সালের বাংলাদেশের জন্য একটি রূপকল্প আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরতে চাই। আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তী হবে ২০২১ সালে। ১৮ বছরের যে যুবক মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন, তার জীবনসায়াহ্নে কী রকম বাংলাদেশ তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যাবেন, তা বোঝার জন্য আমরা পূর্ববর্তী ১৫ বছর সময়কালের দিকে দৃষ্টিপাত করেছি। আমাদের চোখে ধরা পড়েছে, গত ১৫ বছরে ধারাবাহিকভাবে গণতান্ত্রিক শাসনের

ভেতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রভূত সাফল্য অর্জনের একটি ভিত্তি রচিত হয়েছে। মানুষের প্রাণান্ত চেষ্টায় দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে, মাথাপিছু আয় বেড়েছে, শিল্পে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, কৃষির উন্নতি হয়েছে, রপ্তানিও বেড়েছে। বিভিন্ন সামাজিক খাতে উন্নয়ন হয়েছে, প্রসূতিমৃত্যুর হার কমেছে, শিক্ষার হার বেড়েছে, নারী-পুরুষের বৈষম্য কমেছে। অর্থাৎ উন্নয়ন হয়েছে। এটা যেকোনো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে একটা বড় সাফল্য–এটা অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। এ অর্জন এককভাবে কোনো দলের কিংবা কোনো সরকারের নয়, এটা সমগ্র জাতির। এর জন্য আপনারা, আমরা–সবাই গর্ব বোধ করতে পারি।

কিন্তু এ অর্জনের সুফল সবাই সমভাবে পায়নি। আমরা লক্ষ করেছি, এ সময়কালে ধনী-দরিদ্র, গ্রাম-শহরের বৈষম্য বেড়েছে। উন্নয়নের সুফল ঠিকভাবে পৌঁছায়নি নদীভাঙন কিংবা মঙ্গাকবলিত মানুষের কাছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তি করেও আমরা পার্বত্যবাসীকে হাঁপ ছাড়ার সুযোগ করে দিতে পারিনি। একদিকে যেমন অনেক অর্জিত হয়েছে, তেমনি বেড়েছে বৈষম্য। তাই আমাদের প্রবৃদ্ধি আরও বাড়াতে হবে এবং তার সমবণ্টন করতে হবে। প্রবৃদ্ধির সুফল যদি সবার কাছে সমভাবে পৌঁছাতে চাই, তাহলে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। সুশাসন নেই, সেটা আমরা বলছি না, কিন্তু তা জনগণের আরও পক্ষে, দুর্নীতি ও অপরাধমুক্তভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এ সুশাসন আরও শক্তিশালী করতে হলে রাজনৈতিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। রাজনৈতিক জবাবদিহিতা যদি নিশ্চিত করা যায়, তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা আনা সহজ হবে। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে দাবিটা এ কারণেই বেশি, কেননা তারা জনপ্রতিনিধি হয়ে জনগণের টাকা খরচের অধিকার লাভ করেন। এ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটা ভালো উপায় হলো, নির্বাচনের আগে তাদের কাছ থেকে কথা শোনা এবং জনগণের কথা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

আ লো চ না

মাহফুজ আনাম

আমরা বাংলাদেশের নাগরিক–এ পরিচয়েই সবাই এখানে সমবেত হয়েছি। সামনে নির্বাচন। আমরা চাইব, সে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে। যোগ্য ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে দেশকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এ নির্বাচনের মূল চালিকাশক্তি কিন্তু নাগরিকেরা। অর্থাৎ আমি, আপনি। সেই নাগরিক হিসেবেই আমাদের চিন্তা-ভাবনা, আমাদের সন্তোষ কিংবা সংশয়গুলো আমরা প্রকাশ করতে চাই। অনেকে বলেন, এটা তো রাজনীতিবিদদের কাজ, আমরা অনধিকার চর্চা করছি। অবশ্যই তাদের কাজ এটা, তা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু পাশাপাশি নাগরিকদের জন্যও এটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রাজনীতিবিদদের কাজটি হচ্ছে জনসেবা–দেশ ও জাতির সেবা করা। জনগণের ওপর ভর দিয়েই তারা ক্ষমতায় যান। তাই তাদের কথা শুনবেন না রাজনীতিবিদেরা, এটা তো হয় না। কথা বলার প্রক্রিয়াটি অনধিকার চর্চা হবে কেন? আমাদের সবচেয়ে বড় অহংকার নাগরিকত্বের অহংকার, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে মাথা উঁচু করে রাখার অধিকার। আজ এখানে যে আলোচনা হবে, তা সবার আগে রাজনীতিবিদদের শোনা দরকার। এ উদ্যোগটি রাজনৈতিক দলগুলোও নিতে পারত। তারা দলীয় ফোরামের বাইরে এসে নাগরিকদের কথাগুলো শুনতে পারত; তাদের চিন্তাধারা, প্রত্যাশা সম্পর্কে জানতে চাইতে পারত। এ ধরনের অনেক অনেক সংলাপ হওয়া প্রয়োজন।

গণতন্ত্র শক্তিশালী করার একটা বড় পূর্বশর্ত হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারা প্রকাশের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা। আমরা আশা করছি, এ ধরনের সংলাপ আয়োজনের জন্য স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন সংগঠন উদ্যোগী হবে। নির্বাচনের আগে যেমন করতে হবে, তেমনি নির্বাচনের পরও তা চালু রাখতে হবে। মত প্রকাশের সুযোগ না থাকলে গণতন্ত্রের ভিত্তি দৃঢ় হবে না। তাই গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জামিলুর রহমান মিরন

১৯৭১ সালে এ দেশের সাধারণ মানুষই রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিল। শিক্ষিত, জ্ঞানী-গুণীদের খুব বেশিসংখ্যক লোক যুদ্ধ করেছেন বলে শুনিনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধা সেসব সাধারণ মানুষের ভাগ্যের খুব একটা পরিবর্তন হয়নি, দিন-দিন তারা নিঃস্ব হয়েছে। অন্যদিকে দেশের জন্য যাদের অবদান নেই তারাই সবচেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। এর কারণ, যারা দেশ পরিচালনা করেছে তারা সুবিধাভোগীদের সুযোগ-সুবিধা দিয়ে জাতীয় চেতনা ভূলুণ্ঠিত করেছে। প্রতিটি দলই নির্বাচনী ইশতেহারে যে অঙ্গীকার করে, ক্ষমতায় গিয়ে হয় তা ভুলে যায় অথবা ইচ্ছা করেই তা রক্ষা করে না। দেশ পরিচালনায় কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দেখা যায় না। প্রধান দুটি দলেই পরিবারতন্ত্র বিদ্যমান। বিদেশি ঋণ আমাদের ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দিচ্ছে। ঋণ যত আসে, দুর্নীতি তত বাড়ে। আত্মনির্ভরশীলতার দিকে আমরা এগোচ্ছি না। আজ বড় দুই দল থেকেই টাকা দিয়ে মনোনয়ন পাওয়া যায়–এটা জাতির জন্য কলঙ্ক। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আজ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদার। এভাবে যদি চলতে থাকে, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি যদি ক্ষমতায় আসীন না হয়, তাহলে ১০ বছর পর দেশের অবস্থা কী হবে, তা বলাই বাহুল্য। তাই আসুন, আমরা সিদ্ধান্ত নিই, আগামী নির্বাচনে জনগণের পক্ষে যারা আছে তাদেরই আমরা ভোট দেব। আর আয়োজকদের কাছে অনুরোধ, দেশের সাধারণ মানুষের জন্য আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক একটি নীতিমালা আপনারা জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারেন কি না ভেবে দেখুন।

অ্যাডভোকেট আরফান আলী মোল্লা

সচরাচর দেখা যায়, সরকারের খারাপ দিকগুলোর নিন্দা করা হলেও ভালো দিকগুলোর প্রশংসা করা হয় না। আয়োজকেরা সেটা করেছেন, এ জন্য তাদের ধন্যবাদ। নির্বাচন সুষ্ঠু করতে হলে কালো টাকা ও পেশিশক্তির দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে। প্রকৃত রাজনীতিবিদদের মনোনয়ন দিতে হবে। শহর-গ্রামে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে হবে। সংসদের নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে।

বেগম রাবেয়া আনোয়ার

জনগণই ভোট দিয়ে মন্ত্রী-সাংসদ বানায়, তাই জনগণকে মূল্যায়ন করতে হবে। নির্বাচনকে কালো টাকার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। শুধু রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করলে হবে না, আজ দেশে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও বিভেদ দেখা যায়। দেশের উন্নয়নের জন্য নারীদের সামনে এগিয়ে আনতে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী নারী হলেও তা নারীসমাজের অর্জন নয় বলে আমি মনে করি। কারণ তারা ঘাত-সংঘাতের ভেতর দিয়ে আসেননি, পরিবারতন্ত্রের মধ্য দিয়ে এসেছেন।

ডা. এইচ আর খান

শুধু দুর্নীতির কারণেই জাতীয় জীবনে অনেক অর্জন থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। সংসদ ও সচিবালয়কে যদি আমরা দুর্নীতিমুক্ত করতে পারি, তাহলে জাতি একটা মুক্তির সন্ধান পেতে পারে। নির্বাচনের পর জনপ্রতিনিধিদের আর কাছে পাওয়া যায় না। তাই আমি প্রস্তাব করছি, জনপ্রতিনিধিদের অন্তত মাসে ১০ দিন এলাকায় থাকা বাধ্যতামূলক করা দরকার। এ ছাড়া তার মাধ্যমে যেসব উন্নয়নকাজ হবে, তা নিয়ে জনগণের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

অধ্যক্ষ শামসুন্নাহার শান্তি

গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। নির্বাচন কমিশন ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। নির্বাচনে রাজনীতিবিদেরাই যেন মনোনয়ন পান তা দেখতে হবে। শিল্পপতি বা আমলারা যদি নির্বাচন করতে চান, সে ক্ষেত্রে দলের সঙ্গে তাদের ন্যূনতম তিন বছর যুক্ত থাকার বিধান করতে হবে। নির্বাচনের ব্যয়সীমা তিন লাখ টাকার মধ্যে রাখতে হবে এবং প্রচার-প্রচারণা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে করতে হবে। প্রার্থীদের ব্যয় মনিটরিং করতে হবে। ভোটের আগে ও পরে প্রার্থীদের সম্পদের হিসাব নিতে হবে। কালো টাকার মালিক ও ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে নিষিদ্ধ করতে হবে। সংসদে নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে। নারী উন্নয়ন নীতিমালা-১৯৯৭ অপরিবর্তিত রেখে তা কার্যকর করতে হবে।

অধ্যাপক ডা. মির্জা মাজহারুল ইসলাম

মানবদেহের মতো সমাজেরও ব্যাধি রয়েছে; যেমন–সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি। দেহের রোগের যেমন ওষুধ আছে, তেমনি সমাজের ব্যাধিরও চিকিৎসা আছে। রোগ নির্ণয়ের মতোই সমাজের এসব ব্যাধির কারণ খুঁজে বের করে তা সমাধানে উদ্যোগ নিতে হবে। আইনের ফাঁকফোকর থাকলে তা বন্ধ করতে হবে। এমন লোককে আমাদের নির্বাচিত করতে হবে, যিনি সন্ত্রাস-স্বজনপ্রীতি-দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবেন না। এসবের বিরুদ্ধে সামাজিক ও নাগরিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অজয় এ মৃ

আমরা আদিবাসীরা দুর্নীতি, কালো টাকা–এ বিষয়গুলো ভালো বুঝি না। নির্বাচন এলে আমরা দেখি, আমাদের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যদিও পরে কিছুই আর পাওয়া যায় না। আমরা লক্ষ করেছি, যখন যারা বিরোধী দলে থাকেন, তারা আমাদের আদিবাসী বলেই সম্বোধন করেন। কিন্তু সরকারে গেলে আর আদিবাসী বলে স্বীকার করতে চান না। আমরা আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি চাই। আমরা বলতে চাই, আমরা উপজাতি নই, আমরা জাতি। ২০০৪ সালে ইকোপার্ক ঘোষণা করা হলো। আমাদের এক ভাই পীরেন স্লানকে গুলি করে হত্যা করা হলো। আমরা এখনো তার বিচার পাইনি। উল্টো নানা প্রকল্প নিয়ে আমাদের উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে। আমরা দেখেছি, যারাই সরকারে আসেন, আমাদের নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্প করেন, উন্নয়নের কথা বলেন। শেষে দেখা যায়, আমাদেরই উচ্ছেদ হতে হয়। তাই আদিবাসীদের পক্ষ থেকে বলছি, আমাদের স্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করতে হবে। ভূমি সমস্যার সমাধান করতে হবে। আদিবাসীদের নামে যে মিথ্যা বন মামলা রয়েছে, সেগুলো তুলে নিতে হবে। সর্বোপরি আমাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। আমাদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় বা কমিশন গঠন করাও দরকার।

আবুল হাসান চৌধুরী

গত ৩৫ বছরে আমরা এগিয়েছি অনেক। আবার অনেক অর্জনের পাশাপাশি আমরা বিসর্জনও দিয়েছি অনেক কিছু। আজ দেশে রাজনৈতিক অঙ্গনে উদারতার খুব অভাব। মানুষ তাই বিকল্প কিছু শুনতে আগ্রহী। এটা ঠিক, কোনো মানুষ নিরপেক্ষ হতে পারে না। তবে কর্তব্যকর্মে যখন পক্ষপাতিত্বের ছাপ থাকে, তখন আমরা বলি তার কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না। দেশে যারা বিচারপতি ছিলেন, রাজনৈতিক জীবনে তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল। কিন্তু এজলাসে ওঠার পর তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠার কোনো অবকাশ ছিল না। আজ সেটা উঠছে। আমার মনে হয়, যদি নির্বাচনের আগে সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করা যায় এবং সে কমিটি যদি নির্বাচনের পর থেকেই কাজ শুরু করে, তাহলে নির্বাচনে যারাই জিতুক ওই কমিটির কাছে জবাবদিহিতা থাকবে। এ ছাড়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যাতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভাবান্বিত না করে তা নিশ্চিত করতে হবে। একজন নির্বাচিত সাংসদকে আন্তরিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে

হবে যে তিনি আর শুধু দলের নন, এলাকার সব মানুষের প্রতিনিধি। প্রত্যেক আসনে মনোনয়ন দেওয়ার আগে রাজনৈতিক দলগুলোকে স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। নির্বাচিত সাংসদেরা এলাকার কথা ভাববেন, পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায়ও তাদের পৌঁছাতে হবে। সবকিছু বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। মাত্র ৩০০ জন সবকিছু বদলে দেবেন, এটা ভাবা ভুল হবে। আজকের এ আলোচনা থেকে একটা জাগরণ সৃষ্টি হবে–এটা প্রত্যাশা করি।

বশীর উদ্দীন খান

প্রতিশ্রুতি পালনে যদি সরকার ব্যর্থ হয়, তাহলে পরবর্তী নির্বাচনের আগেই ব্যর্থতার কারণ জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা দরকার, কিন্তু নানা জটিলতায় তা করা হচ্ছে না। এ জটিলতাগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে।

প্রতিভা মুৎসুদ্দী

রাজনীতিবিদেরা বরাবরই বলে থাকেন, জনগণই ক্ষমতার উৎস। কিন্তু বাস্তবে এটা কতটুকু সত্য, তা আপনারা ভালো জানেন। সামনে নির্বাচন। দেশপ্রেমিক, সুশিক্ষিত, দক্ষ ব্যক্তিকে যেন রাজনৈতিক দলগুলো মনোনয়ন দেয়, সেটা আমরা দেখতে চাই। রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণ মানুষের এ চাওয়াটা কি বিবেচনায় আনবে? দেখা যায়, তারা কালো টাকার মালিক, বিত্তশালী, সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষককেই মনোনয়ন দিতে চায়। বিত্তহীন শিক্ষিত মানুষের মূল্যায়ন বড় দলগুলোতে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু যোগ্য মানুষ আমাদের প্রয়োজন। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর আমাদের চাপ দিতে হবে, যেন সৎ ও যোগ্য লোকদের তারা মনোনয়ন দেয়। পাশাপাশি জনগণকেও এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

এম হাফিজউদ্দিন খান

রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আমাদের আহ্বান, তারা যেন সৎ ও যোগ্য লোককে মনোনয়ন দেয়। এখন জনগণ সৎ ও যোগ্য প্রার্থী কীভাবে বেছে নেবে? এর উপায় হচ্ছে, প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা। গত বছর মে মাসে হাইকোর্টের এক রায়ে বলা হয়েছে, যিনি নির্বাচন করবেন তাকে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় নয়টি তথ্য দিতে হবে। এগুলো হচ্ছে: তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, আয়ের উৎস, বিষয়-সম্পত্তির হিসাব (নিজের নামে কিংবা তার ওপর নির্ভরশীলদের নামে), তার ব্যাংক ঋণের পরিস্থিতি (একক বা যৌথ), তার বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা আছে কি না, তিনি সাজাপ্রাপ্ত কি না, আগে জনপ্রতিনিধি হয়ে থাকলে তখন তার ভূমিকা কী ছিল, তিনি কর দেন কি না, তিনি টেলিফোন বা বিদ্যুৎ বিল খেলাপি কি না। এই তথ্যগুলো নির্বাচন কমিশনে যখন আসবে, তখন তা জনগণের কাছে উপস্থাপন করা হবে। এ তথ্যের ভিত্তিতেই জনগণ যোগ্য প্রার্থী বেছে নিতে পারবে। দুঃখের বিষয়, হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন না করে নির্বাচন কমিশন বলেছে, এটা করা বাধ্যতামূলক নয়। নির্বাচন কমিশন যদি প্রকৃত অর্থেই সুষ্ঠু নির্বাচন চাইত, তাহলে তারা এটা লুফে নিত। তারা এটাকে আইনে পরিণত করতে পারত। আমাদের নির্বাচন কমিশনের কিন্তু অনেক ক্ষমতা, যা ভারতেও নেই। তারা আইন প্রণয়ন করতে পারে। এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তারা এর সদ্ব্যবহার করছে না। বর্তমান নির্বাচন কমিশনের ওপর আমরা নাগরিক কমিটি আমাদের অনাস্থার কথা প্রকাশ করেছি। হাইকোর্টের নির্দেশনা যেন নির্বাচন কমিশন বাস্তবায়ন করে, সে জন্য তাদের ওপর চাপ অব্যাহত রাখতে হবে। আর আমাদের স্লোগান হবে: আমার ভোট আমি দেব, দেখে শুনে বুঝে দেব।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

এ প্রসঙ্গে আমরা আরও বলছি, যদি কোনো জয়ী প্রার্থী নিজের সম্পর্কে অসত্য তথ্য দিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়, তবে শপথভঙ্গের দায়ে তার সদস্যপদ খারিজ করার বিধান রাখতে হবে।

এল এ খান জাহাঙ্গীর

আলোচনায় রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এলেও আমলাদের কথা বলা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। মৌলবাদের বিরুদ্ধে সর্বদলীয়ভাবে অবস্থান নিতে হবে।

মিনু আনোহলি

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-১৯৯৭ পুনর্বহাল করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশে নারীদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস-দুর্নীতির অভিযোগ নেই বললেই চলে। নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে।

আলমগীর খান

দেশে গণতন্ত্রের অনেক উপাদানই আজ অনুপস্থিত। নামসর্বস্ব গণতন্ত্র টিকে আছে। এর অন্যতম কারণ, আমাদের পারিবারিক জীবনে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। আর রাজনীতিবিদসহ আমরা সবাই এ পরিবারগুলো থেকেই আসছি। সুশীল সমাজ দেশের সবচেয়ে সুবিধাভোগী শ্রেণী। তাদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। তাই এ অবস্থানে থেকে আন্দোলন করা যাবে কি না তা প্রশ্নসাপেক্ষ। আমি নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক আসন বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

অধ্যাপক মির্জা মোহাম্মদ আবদুল মোমেন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সুশাসন। আবার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় চারটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ–দেশপ্রেম, জনগণের প্রতি অঙ্গীকার, স্বচ্ছতা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অব্যাহত গতি। আমাদের রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রজ্ঞার অভাব রয়েছে, ফলে এক সংস্কার নিয়েই এক বছর ধরে দরকষাকষি চলছে। রাজনীতিবিদদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধেরও অভাব রয়েছে। গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন উদারতা ও সহনশীলতা। এ দেশে রাজনীতিতে পচন শুরু হয়েছে তখন থেকে, যখন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক-বেসামরিক আমলারা রাজনীতিতে প্রবেশ করতে শুরু করেন। দলগুলোর মধ্যেও এখন গণতন্ত্র নেই। নেতৃত্বের পরিবর্তনও নিয়মিত হয় না। এ যখন অবস্থা, তখন সৎ ও যোগ্য লোক কীভাবে নির্বাচন করবে! তাদের তো অর্থ ও পেশিশক্তি নেই, দলগুলোও তো তাদের মনোনয়ন দেয় না। খারাপ লোকেরা যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন ভালো লোকদেরও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তাই দুর্নীতির এ দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আজ ভালো লোকদেরও ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি।

মনিরুজ্জামান বুলবুল

আমার মনে হয়, রাজনৈতিক সংস্কারের আগে আমাদের আত্মিক সংস্কার প্রয়োজন। মানসিকতার পরিবর্তন যদি না হয়, তবে কোনো সংস্কারেই শুভ ফল আসবে না। বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা করা আজ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী দল নির্বাচন কমিশনারের পরিবর্তন দাবি করছে। তাকে পরিবর্তন করলেই কি সব ঠিক হয়ে যাবে? ব্যক্তির পরিবর্তনে সমাধান আসবে না বলে আমি মনে করি। আর জনগণ যদি ভোট না দেয়, তাহলে কোনো কিছু করেই পার পাওয়া যায় না। সামনে নির্বাচন। এ সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে রেফারির ভূমিকা পালন করতে হবে। তাদের সাহসী হতে হবে। নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। জনগণের সেবা করার জন্যই রাজনীতিবিদেরা

রাজনৈতিক অঙ্গনে আসেন। এটা ঠিক যে সবাই এক রকম হন না। তবে ঢালাওভাবে সমালোচনা করা ঠিক নয়। আজ এখানে যে রাজনীতিবিদেরা আছেন, তারা দেশকে ভালোবাসেন, দেশের মানুষকে ভালোবাসেন। যাদের বিরুদ্ধে এ সমালোচনা করা হয়েছে, তারা কিন্তু এখানে নেই। আর শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ দিয়ে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিমাপ হয় না। রাজনীতিবিদদের কারণে দেশের এ অবস্থা–এ কথাও ঠিক নয়। সুশীল সমাজকে বলি, আপনারা তো ক্ষমতায় যেতে চান না, তাহলে আপনাদের মধ্যে এত বিভেদ কেন? সুশীল সমাজের সচেতনতাও দরকার। আপনারা এক হোন। আমরা যদি অসৎ লোককে মনোনয়ন দিই, তাহলে আপনারা জনগণকে বোঝান, তাদের ভোট না দিতে বলুন। তা করলে জেতার জন্য হলেও দলগুলো সৎ ও যোগ্য লোককে মনোনয়ন দেবে।

ড. মাহবুব সাদিক

অনেক স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একটি মুক্ত-স্বাধীন দেশে মানুষ খেয়ে-পরে বাঁচতে পারবে। কিন্তু আমাদের সেই সাধারণ আকাঙ্ক্ষাটুকু দীর্ঘকালেও ফলবতী হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে কিন্তু আমরা শিক্ষিতের মুখোশপরা মানুষ খুব একটা অংশ নিইনি। টাঙ্গাইলে আমি দেখেছি, ৭৫ ভাগ মুক্তিযোদ্ধাই ছিলেন নিরক্ষর, একেবারেই প্রান্তিক পর্যায় থেকে উঠে আসা। কোনো জাগতিক প্রত্যাশা থেকে নয়, দেশকে ভালোবেসেই তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আজ দেশে সে ধরনের লোকের বড় অভাব। তাই আমাদের যোগ্য লোক, সৎ লোক খুঁজে বেড়াতে হয়। এখন সেসব লোকের খুব বেশি প্রয়োজন। দেশের বর্তমান অবস্থা সচেতন জনগোষ্ঠীকে অবশ্যই পীড়া দেয়। রাজনৈতিক অবস্থা অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। গণতন্ত্রের নামে যা চলছে, তা স্বৈরতন্ত্রেরই নামান্তর। ফলে কালের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা আজ রাজনীতিবিমুখ। অপর দিকে ধনবানেরা রাজনীতিতে এসে বিপুল অর্থ বানিয়ে নিচ্ছে। এদের অবস্থান সততা থেকে এতই দূরে যে তাদের ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। রাজনৈতিক দলগুলো পড়েছে এ দুষ্টচক্রের মধ্যে। টাকা ও পেশিশক্তির কাছে অসহায় হয়ে পড়েছেন রাজনীতিবিদেরা। জনগণ জিম্মি হয়ে পড়েছে গুটিকয়েক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের কাছে। মুক্তিযোদ্ধাদের মতো দেশপ্রেম আমাদের ভেতরে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা যদি আমরা পারি, তবে ২০০৭ না হোক, এর পরের নির্বাচনে কিংবা তারও পরে হলেও একটি সুন্দর ও মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ আমরা পাব।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

সুশীল সমাজের উদ্যোগের সফলতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে আমি অন্তত হতাশ নই। আপনারা লক্ষ করবেন, কাজ করে ফল পাওয়া যায়নি–এটা পৃথিবীর কোনো দেশেই দেখা যায়নি। উদাহরণ হিসেবে একমুখী শিক্ষাব্যবস্থার বিপক্ষে আন্দোলনের বিষয়টি আনতে পারেন। সেখানে কী ঘটেছে; শিক্ষকদের সহায়তা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছি। পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলগুলোকে বলেছি আমাদের কথা প্রকাশের জন্য। লেখালেখি করেছি, প্রচারপত্র ছাপিয়ে বিতরণ করেছি। যখন দেশের মানুষ জানতে পেরেছে, তখন আর কিছু করতে হয়নি। ভাঙচুর করতে হয়নি, হরতাল করতে হয়নি। সরকার নিজে থেকেই পিছু হটেছে। মূল কথা হচ্ছে, সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। যদি জানানো যায়, তাহলেই হবে। আমাদের দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত–এটা আমি বিশ্বাস করি না। অল্পসংখ্যক লোক দুর্নীতি করে, তাদের বদনামই সবার ঘাড়ে এসে পড়ে। একটা ঘটনা বলি, আমি ডিপার্টমেন্টে খাতা দিচ্ছিলাম। শিক্ষার্থীদের বললাম, দেখো, ভুলে যদি কাউকে কম নম্বর দিয়ে ফেলি, তাহলে বলো। একটু রসিকতাচ্ছলে আবার বললাম, বেশি নম্বর দিলেও বলো। ক্লাস শেষ হওয়ার পর এক মেয়ে এসে আমাকে বলল, স্যার, আপনি আমাকে বেশি নম্বর দিয়ে ফেলেছেন। এ কথাটি কিন্তু সে সবার সামনে বলে বাহবা

নিতে চায়নি। এ রকম ঘটনাই তো আমি বেশি দেখি। দুর্নীতিবাজ তো খুব বেশি আমি দেখি না। বগুড়া জিলা স্কুলের ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গেলাম। আমি ওই স্কুলে কিছুকাল পড়াশোনা করেছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করা হচ্ছে, যাদের অনেকেই ছিলেন আমার সহপাঠী। একটি সুন্দর দেশের স্বপ্ন নিয়ে তারা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। আমাদের জন্য এনেছিলেন স্বাধীন একটি আবাসভূমি। তাদের আকাঙ্ক্ষিত দেশ তারা দেখে যেতে পারেননি। আমাদের ওপর দায়িত্ব–তাদের স্বপ্নের সে দেশ গড়ে তোলা। তাই নতুন প্রজন্মের কাছে আমার আহ্বান থাকবে, বাংলাদেশকে সুন্দর দেশ হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমেই মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন আমাদের বাস্তবায়িত করতে হবে। তারা দেশ দিয়ে গেছেন, আর তা গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব।

শামসুর রহমান খান শাহজাহান

সুশীল সমাজের এ উদ্যোগ আরও আগে নিলে ফল পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। উপজেলা পর্যায়ে যদি এটা ছড়িয়ে দেওয়া যেত, তাহলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষেরও দিকনির্দেশনা লাভের একটা সুযোগ হতো। আমাদের জাতীয় জীবনের অনন্য ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের মনে জাগ্রত থাকা প্রয়োজন। তা না হলে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন আমরা করতে পারব না। একপর্যায়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলেন। ডাক দিলেন–'জাগো, বাঙালি জাগো'। সাতই মার্চ বললেন, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। জনগণ সংঘবদ্ধ হতে শুরু করল। পাক হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লে জনগণও প্রতিরোধ শুরু করল। বঙ্গবন্ধুকে যখন গ্রেপ্তার করা হলো, তখন চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে মেজর জিয়াউর রহমান এবং তারও আগে আবদুল হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন, এটা ঐতিহাসিক সত্য। পাশাপাশি এটাও সত্য যে মেজর জিয়া যখন সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসের জন্য যাচ্ছিলেন, তখন ইপিআর সদস্যেরা তাকে মুক্তিযুদ্ধে শরিক করেছিলেন। অথচ আজ সেই ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে। পাঠ্যপুস্তক থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম তুলে দেওয়া হয়েছে, দেয়াল থেকে ছবি নামিয়ে ফেলা হয়েছে।

ছাইদুল হক

আগামী নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হবে। আমরা যে দলই করি না কেন, আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। এ চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

অধ্যাপক নাজির হোসেন

দেশের রাজনীতি নষ্ট হয়ে গেছে–কথাটি বারবার বলা হলেও কেন নষ্ট হলো, সে বিষয়টি উঠে আসেনি। কেন নির্বাচন এলে সামরিক-বেসামরিক আমলারা চাকরি ছেড়ে নির্বাচনের টিকিট কেনেন, কেন ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা নির্বাচনে দাঁড়ানোর প্রতিযোগিতায় নামেন, কেন দেশের মাথাপিছু আয় বাড়লেও বৈষম্য বেড়েছে, কেন সুশীল সমাজ পচে যাচ্ছে, কেন যুবসমাজ মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে–এসবের উত্তর আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। আজ সারা বিশ্বে মুক্তবাজার অর্থনীতির দাপট চলছে। আর তার অনিবার্য ফলই হচ্ছে এ ধস। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটের সংখ্যানুপাতিক আসন বণ্টনের প্রস্তাব করছি। নির্বাচনে সব রকম ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক প্রচার নিষিদ্ধ করতে হবে। সাংসদদের মধ্যবর্তী যাচাই প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

মতিয়ার রহমান

দেশে সৎ মানুষ কেন সৃষ্টি হচ্ছে না তা আমাদের ভাবতে হবে। জাতীয়তার মতো মৌলিক বিষয়েও দেশ আজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। এ দ্বিধাবিভক্তির কারণে আমরা বিভিন্ন ইস্যুতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি না। দেশে আজ আধিপত্যবাদী শাসনব্যবস্থা ক্রিয়াশীল। এটা উৎখাত করতে হবে। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি।

অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম চাকলাদার

আমরা আগে দেখতাম, নির্বাচনে প্রকৃত রাজনীতিবিদদের মনোনয়ন দেওয়া হতো। আর এখন দেখছি মাস্তান, চাঁদাবাজ, বাটপারেরা মনোনয়ন পায়। এ কলুষময় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে আমাদের নির্বাচিত করতে হবে।

অধ্যাপক সেকান্দার হায়াত

দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা শোনা ও এতে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য আয়োজক প্রতিষ্ঠান সিপিডি, *প্রথম আলো*, *ডেইলি স্টার*, চ্যানেল আইকেও সবার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজ যারা এখানে সমবেত হয়েছি, তারা কিন্তু আলোকিত মানুষ হিসেবে নতুন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে ফিরে যাচ্ছি। তাই আমাদের দায়িত্বও অনেক। এটা আমাদের মনে জাগরূগ থাকুক, এটাই প্রত্যাশা।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার

● রাজনৈতিক দলগুলোর অর্থের উৎস প্রকাশ করতে হবে; ● রাজনৈতিক নেতা, শ্রমিকনেতা ও ছাত্রনেতাদের আয়ের উৎস প্রকাশ করতে হবে; ● সাংসদদের জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। নির্বাচনের আগে ও পরে তাদের সম্পদের হিসাব তুলনামূলকভাবে খতিয়ে দেখতে হবে; ● জনপ্রতিনিধিদের অন্তত মাসে ১০ দিন এলাকায় থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এ ছাড়া তাদের মাধ্যমে যেসব উন্নয়নকাজ হবে, তা নিয়ে জনগণের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে; ● সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যাতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রভাবিত না হন তা নিশ্চিত করতে হবে; ● একটানা দুই মেয়াদের বেশি কেউ যাতে কোনো দলের নেতৃত্বে থাকতে না পারেন, সে বিধান করতে হবে; ● দলগুলোর অঙ্গসংগঠন বাতিল করতে হবে; ● পেশাজীবী সংগঠনগুলো কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকতে পারবে না; ● শিক্ষাঙ্গনে মিছিল-সমাবেশের পরিবর্তে বিতর্ক বা সেমিনারভিত্তিক আন্দোলন চলতে পারে; ● তৃণমূল পর্যায় থেকে ভোটের মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করতে হবে; ● সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে; ● 'রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই'–এ প্রবচনটি নীতিহীনতাকে উৎসাহিত করে থাকে, তাই এটা বর্জন করতে হবে; ● নির্বাচনের আগে সব দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করতে হবে এবং সে কমিটি নির্বাচনের পর থেকেই কাজ শুরু করবে। তাহলে নির্বাচনে যারাই জিতুক ওই কমিটির কাছে জবাবদিহিতা থাকবে; ● সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয় সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা নির্ধারণ করে তা নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে খরচ করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী সংস্কার

● কালো টাকার মালিক ও ঋণখেলাপিদের নির্বাচনে নিষিদ্ধ করতে হবে; ● শিল্পপতি বা আমলারা যদি নির্বাচন করতে চান, সে ক্ষেত্রে দলের সঙ্গে তাদের ন্যূনতম তিন বছর যুক্ত থাকার বিধান করতে হবে; ● নির্বাচনের ব্যয়সীমা তিন লাখ টাকার মধ্যে রাখতে হবে এবং প্রচার-প্রচারণা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে করতে হবে; ● প্রার্থীদের ব্যয় মনিটরিং করতে হবে; ● সংসদে নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে। নারী

উন্নয়ন নীতিমালা-১৯৯৭ অপরিবর্তিত রেখে তা কার্যকর করতে হবে; ● প্রার্থীদের যোগ্যতা যাচাইয়ে তাদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে; ● যে যেখানে ভোটার, সেখান থেকেই তাকে নির্বাচন করতে হবে; ● জনপ্রতিনিধি হওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম স্নাতক হওয়া দরকার; ● মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে; ● প্রতীকের পরিবর্তে প্রার্থীর ছবিসংবলিত ব্যালট পেপার চালু করতে হবে; ● হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্য তাদের পোস্টারে ছাপানো বাধ্যতামূলক করতে হবে; ● নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক আসন বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে; ● সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীদের ছবি, প্রতীক ও তথ্যসংবলিত পোস্টার ছাপিয়ে তা লাগানোর ব্যবস্থা করবেন; ● সহকারী রিটার্নিং অফিসারের উদ্যোগে প্রতিটি ইউনিয়নে সব প্রার্থীকে নিয়ে সভা করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও বিবিধ

● শহর-গ্রামে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে হবে; ● আদিবাসীদের ভূমি সমস্যার সমাধান করতে হবে। আদিবাসীদের নামে যে মিথ্যা বন মামলা রয়েছে, সেগুলো তুলে নিতে হবে। সর্বোপরি তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। পাশাপাশি আদিবাসীদের জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় বা কমিশন গঠন করতে হবে; ● জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ● বাংলা ভাষা শুদ্ধরূপে লেখা, পড়া ও ব্যবহারের বিষয়ে জোর দিতে হবে; ● প্রতিশ্রুতি পালনে যদি সরকার ব্যর্থ হয়, তাহলে পরবর্তী নির্বাচনের আগেই ব্যর্থতার কারণ জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে; ● শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করতে হবে। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে; ● দেশের সংবিধান দুর্নীতিবাজদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে, তাই '৭২-এর সংবিধানের মূল ভিত্তি ছাড়া বাকি সবকিছু পরিবর্তন করতে হবে; ● সাংবাদিকদের প্রতি হুমকি, নির্যাতন বন্ধ করতে হবে; ● স্থানীয় সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে এবং এর মাধ্যমেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে; ● হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা এবং বাবার সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকারের বিধান করতে হবে।